দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...09 APR 2007...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

পাঁচ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি বন্ধের নির্দেশ

॥ আবুল খায়ের ॥

মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার লোভে একশ্রেণীর ব্যক্তি মেডিক্যাল শিক্ষার নামে 'হায় হায়' কোম্পানি খুলেছেন। তাদের এ হায় হায় কোম্পানি নামের প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলোতে নেই অভিজ্ঞ শিক্ষক, নিজস্ব ভবন, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণসহ নেই উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। কিন্তু রয়েছে নিম্নমান ও অব্যবস্থা। ক্ষমতার অপব্যবহার করে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি ও প্রশাসনের একশ্রেণীর কর্মকর্তারা মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে এ সকল প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দিয়েছেন। এ হচ্ছে খোদ রাজধানী ঢাকার প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অব্যবস্থার চিত্র। মফস্বলের ডজনখানেক প্রাইভেট মেডিক্যালের চিত্র আরো ভয়াবহ। এ ব্যাপারে সম্প্রতি ইত্তেফাকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

নীতিমালা না মেনে ২৫টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন

উন্নয়ন ফির নামে কোটি কোটি টাকা আদায়

॥ মোস্তফা মজরুল ইসলাম ॥

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে বিভিন্ন সরকারের আমলে এ পর্যন্ত ৩২টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৮টি এবং বর্তমানে ২১টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে বিএনপি সরকার। সবচেয়ে বড় বিষয় ৫/৬টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া ২৫/২৬টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে অর্থের বিনিময়ে। এসব ক্ষেত্রে অবকাঠামোর বিভিন্নতা

রবিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গঠিত পরিদর্শক দল ৬টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে দেখতে পান সেখানে শিক্ষার পরিবেশের কোন বালাই নেই। অব্যবস্থা দেখে তদন্ত দলের কর্মকর্তারা হতভম্ব হয়ে পড়েন। এ পরিবেশে ডাক্তার তৈরি তো দূরের কথা, পশু চিকিৎসা দেয়াও সম্ভব নয়। 'এরা হবে মানুষ মারার ডাক্তার' বলে কর্মকর্তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তারা ৫টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে তাৎক্ষণিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ৫টি মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে : টঙ্গির তায়েরুন্নেসা মেডিক্যাল কলেজ, টঙ্গির ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, আগুলিয়ার নাইটেঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরার মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজ ও গুলশানের শাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ।

তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে বলে তদন্তকারী দলের একজন কর্মকর্তা জানান।

দেশে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৩২টি। নিয়মানুযায়ী ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করলে ঐ মেডিক্যাল কলেজে ২৫০ বেডের হাসপাতাল, সকল বিষয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থা থাকার পরই তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়ে থাকে। ৩২টি প্রাইভেট মেডিক্যাল (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পাঁচ প্রাইভেট

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া বাকি সব ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও অনিয়মের বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত বিএনপিসহ চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ১৭টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। এ সকল মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়ার পূর্বে তদন্তকারী দল পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে, মেডিক্যাল কলেজ চালু করার শিক্ষার কোন পরিবেশ হতে পারে না। এ ধরনের মন্তব্য দিয়ে অধিদপ্তর থেকে তদন্তকারী দল প্রতিবেদন দাখিল করে। এ প্রতিবেদন উপেক্ষা করে অর্থের বিনিময়ে অনেক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এক একটি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের পিছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের ফ্যাকাল্টির ডীনকে প্রায় অর্ধকোটি টাকার উৎকোচ এবং মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কয়েকভাগে অনুরূপ উৎকোচ প্রদান করার অভিযোগ উঠেছে। যেসব মেডিক্যাল কলেজ চালু করার উপযুক্ত পরিবেশ থাকার কথা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সকল মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদন পায়নি বলে একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান। ৩২টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ২৫টিতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই এবং নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদন পাওয়ার অযোগ্য বলে উক্ত কর্মকর্তা অভিমত পোষণ করেন। এ দুর্নীতির বাণিজ্যের সঙ্গে বিএনপির সমর্থিত ডক্টরস এসোসিয়েশনের (ড্যাব) প্রথম সারির কয়েক নেতা সরাসরি জড়িত। এর মধ্যে এক নেতা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত, সন্দেহভাজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজদের তালিকার একজন। তিনি বর্তমানে আত্মগোপনে রয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক শীর্ষ কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত দল গতকাল প্রথমে টঙ্গি বোর্ড বাজার তায়রুন নেছা মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজে পরিদর্শনে যান। এ কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ৫৫ জন। মাত্র ১০০ শয্যা রয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগী আছেন ১৭ জন। প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস প্রিন্সিপ্যালসহ কোন শিক্ষক নেই। মাত্র ২ জন মেডিক্যাল অফিসারকে কর্মকর্তারা দেখতে পান। বহির্বিভাগে কোন রোগী নেই। এ অবস্থা মেডিক্যাল শিক্ষার পরিবেশ হতে পারে না বলে তদন্তকারী দলের কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক মতামত প্রদান করেন।

এরপর কর্মকর্তারা টঙ্গির ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে যান। সেখানে মাত্র ১৪ জন রোগী, পরিচালক নেই, কয়েকজন শিক্ষক আছে। ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

আগুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের বেড সংখ্যা মাত্র ১৫টি। কোন রোগী ভর্তি নেই। বহির্বিভাগেও কোন রোগী নেই। মাত্র তিনজন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী ৬৫ জন।

উত্তরা মওলানা ভাসানী মেডিক্যাল কলেজের বেড সংখ্যা মাত্র ৬০ ও রোগী চিকিৎসাধীন আছে ৪০ জন। ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক মাত্র কয়েকজন।

গুলশান সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজের বেড সংখ্যা ১৫০ এবং রোগী মাত্র ২৭ জন চিকিৎসাধীন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একশ' এবং শিক্ষক কয়েকজন। এ ধরনের পরিবেশ দেখে তদন্তকারী দল উক্ত ৫টি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

একজন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি হতে তিন লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অভিভাবকদের দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ৫ লাখ টাকা থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তির ফি আদায় করা হয়। প্রতিমাসে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে বেতন ৫ হাজার টাকাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় ২০ হাজার টাকা।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১২টি প্রাইভেট কলেজকে দুর্নীতির মাধ্যমে অনুমোদন দেয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।